সংক্ষিপ্তসার

দেশ-কাল-সমাজ-চেতনায় শচীন সেনগুপ্তের নাটক ও তাঁর শিল্প-ভাবনা

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি.এইচ ডি. (কলা) উপাধি লাভের জন্য গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

কাজী সাকেরুল হক

Registration No.: 0572/ Ph.D. (Arts) dated 06.12.2012

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সেখ আবু তাহের কমরুদ্দিন

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সহযোগী অধ্যাপক

গভর্ণমেণ্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ

কেশিয়াড়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর

বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

মেদিনীপুর - ৭২১১০২

২০১৬

দেশ-কাল-সমাজ-চেতনায় শচীন সেনগুপ্তের নাটক ও তাঁর শিল্প-ভাবনা

'দেশ-কাল-সমাজ-চেতনায় শচীন সেনগুপ্তের নাটক ও তাঁর শিল্প-ভাবনা' এই শিরোনামে গবেষণা-কর্মটি শেষ করলাম। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকে দেশ-কাল-সমাজকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আলোচনার সুবিধার্থে এত বড়ো বিষয়টিকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেই আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের শীর্ষনাম সহ আলোচনাটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে দেখানো যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 'ব্যক্তিকথা : জীবনপথ পরিক্রমা' নামক প্রথম অধ্যায়টির কথা এসে পড়ে। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নাটককে স্বদেশ-সমাজ ও জনসেবার অভিপ্রায়ের হাতিয়ার করেই বাংলা নাট্যজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিসত্তার অনেকগুলি দিক ছিল – তিনি দেশকর্মী, সাংবাদিক, নাট্যকার, নাট্যসংগঠক, বিশ্বশান্তিমিশনের প্রতিনিধি। তাঁর এই বৈচিত্র্যমণ্ডিত কর্মজীবন ও পালাবদলকারী নাট্যজীবনকে আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়েই কতকগুলি পরিচ্ছেদ তৈরি করে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। পরিচ্ছেদগুলি হল —

ক) স্বদেশী ভাবনা ও কর্মজীবন,
খ) সাংবাদিকতা,
গ) নাট্যকার-জীবন ও
ঘ) ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও বিশ্বশান্তিমিশনে প্রতিনিধিত্ব করা।

তদানীন্তন পূর্ব বাংলার খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। এখানের গ্রামের পাঠশালায় পাঠপর্ব শুরু করে কীভাবে তিনি ধীরে ধীরে স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিত হন, কীভাবে সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন, আবার কীভাবেই বা তাঁর নাট্যসৃষ্টি-প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ লাভ সম্ভবপর হয়েছিল এবং বিশ্বশান্তিমিশনে তাঁর ভূমিকা কী ছিল, সে-সবের আলোচনা এই অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি।

আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : অনুসরণ ও স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান'। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের অন্যতম সফল ও শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনি বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তাতে দেশী ও বিদেশী বহু নাট্যকারের

প্রভাব তাঁর উপরেও পড়েছিল। তাঁর উপর বিভিন্ন নাট্যকারের প্রভাব ও তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নাট্যচেতনার নানাবিধ দিকগুলিকে এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এসব করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর কিছু পূর্বসূরী ও কিছু উত্তরসূরী নাট্যকারের নাট্যকর্মের পরিচয়ও এখানে দেওয়া হয়েছে।

মঞ্চ ও দর্শকরুচি-অভিজ্ঞ নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মঞ্চকে নাটক বিচারের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। নাটকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের নাটক রচনা করেছেন, যেগুলি মূলত ঐতিহাসিক, সামাজিক ও পৌরাণিক – এই তিন শ্রেণীর। তবে তিনি কিছু একাঙ্ক নাটক ও কয়েকটি কথাসাহিত্যেরও নাট্যরূপ দিয়েছেন। 'নাটকের শ্রেণীবিভাজন : বিষয়-সংক্ষেপ' নামক তৃতীয় অধ্যায়টিতে আমরা তাঁর এই ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ-বৈচিত্র্যে পূর্ণ নাট্যসম্ভারকে কতকগুলি পরিচ্ছেদ পরিকল্পনা করে শ্রেণীবিভক্ত করে দেখিয়েছি এবং তাদের বিষয়-বৈচিত্র্যের পরিচয়ও দেবার চেষ্টা করেছি। এখানে পরিচ্ছেদগুলির বিভাজন-ক্রম দেখানো হল —

ক) দেশাত্মবোধক-ঐতিহাসিক নাটক,
খ) সামাজিক নাটক,
গ) পৌরাণিক নাটক,
ঘ) একাঙ্ক নাটক এবং
ঙ) নাট্যরূপান্তর।

আমরা দেখেছি, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দেশাত্মবোধক-ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচনার পেছনে সক্রিয় ছিল জাতি-গঠনের আদর্শ। তবে তাঁর বিপ্লবী-ভাবনা কেবল দেশমুক্তির স্বপ্নেই মগ্ন ছিল না। সমাজ-অর্থনীতি, সামাজিক ন্যায়নীতির চেতনাও তাঁর মনীষাকে পরিচালিত করেছে। তাঁর 'গৈরিক পতাকা', 'আবুল হাসান', 'সিরাজদ্দৌলা', 'ধাত্রীপান্না', 'কামাল আতাতুর্ক', 'বাংলার প্রতাপ' প্রভৃতি ভাবোদ্দীপনামূলক, দেশাত্মবোধক-ঐতিহাসিক নাটকে একটা গোটা জাতির চরম দুঃসময়ে জাতীয় উত্তেজনা কীভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। এরই সঙ্গে দেখিয়েছি, কীভাবে তাঁর সামাজিক নাটক, বিশেষত, 'রক্তকমল', 'ঝড়ের রাতে', 'সতীতীর্থ', 'জননী', 'দশের দাবী', 'প্রলয়', 'তটিনীর বিচার', 'এই স্বাধীনতা', 'সবার উপরে মানুষ সত্য', 'আর্তনাদ ও জয়নাদ' প্রভৃতিতে সমাজভাবনা কতটা সক্রিয় ছিল।

শচীন্দ্রনাথের নাটকের প্রধান বিষয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমসাময়িক এবং ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর যুগ-পরিবেশ-স্বদেশ ও সমাজ। 'দেশ-কাল-সমাজ-চেতনা : নাট্যরূপায়ণ' শীর্ষক চতুর্থ

অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি কীভাবে এই সময়কালের বিভিন্ন দিকগুলি তাঁর নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে কয়েকটি পরিচ্ছেদের পরিকল্পনা করেছি। পরিচ্ছেদগুলি নিম্নরূপ —

ক) শচীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব-পর ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত ও বাংলা নাটক,

খ) ঐ বিশেষ পরিস্থিতিতে শচীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও জীবন-দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শবাদ,

গ) শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দেশ-কাল ও সমাজের প্রতিফলন এবং

ঘ) শচীন্দ্রনাথের সমাজ-সমস্যামূলক নাটকগুলিতে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত ও নানা সমস্যার রূপায়ণ।

আমরা এখানে দেখিয়েছি যে, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রথম দিকে একজন সাধারণ বিপ্লবী ও একজন সফল সাংবাদিক। এরই ফলে পরবর্তী জীবনে কর্মে ও সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রভাব যে পড়েছিল, তা বিভিন্ন নাটক ধরে ধরে দেখানোর চেষ্টা করেছি। সাংবাদিক হিসেবে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনকে গভীর ও নিবিড়ভাবে জানবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন বলে কিংবা দেশপ্রেমের গভীর আবেগ দিয়ে তিনি দেশ ও কালকে বুঝতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর নাটকগুলিতে দেখা দিয়েছে নতুন মূল্যবোধ। অর্থাৎ তাঁর উপলব্ধ জীবনবোধ ও আদর্শ প্রকাশের বাহন যে তাঁর নাটক – একথা এই অধ্যায়ে বলার চেষ্টা করেছি।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নাটকের যথার্থ রসাস্বাদন করার জন্য আমাদেরকে নির্ভর করতে হয় নাটকের মঞ্চাভিনয়ের ওপর। তাই নাটকের পক্ষে সাহিত্যগুণ ছাড়াও নাট্যগুণে সমৃদ্ধ হতে হবে। আর নাটকের পক্ষে রসের বিচারে যথার্থ উত্তরণের অনেকটাই নির্ভর করে দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, চরিত্রচিত্রণ ও আবহসঙ্গীত রচনার ওপর। এই কথাকে মাথায় রেখেই আমরা পঞ্চম অধ্যায় 'শিল্প-ভাবনা : প্রকরণের দর্পণে'-তে শচীন্দ্রনাথের নাটকের শিল্প-সার্থকতাকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। শচীন্দ্রনাথ নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকগুলির জনপ্রিয়তার পেছনে সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবনা যেমন নাট্যবিষয়কে মর্যাদা দান করেছিল তেমনি দেশী ও বিদেশী নাটকের আঙ্গিক-বৈচিত্র্য ও উন্নত প্রযুক্তিগত সচেতনতা তাঁর নাটকে সঞ্চারিত হয়েছিল। আকস্মিক ঘটনাবহুল নাট্যকাহিনী, বলিষ্ঠ-বুদ্ধিদীপ্ত-সজীব সংলাপ রচনা, রঙ্গালয়কে গতিশীল রাখার জন্য নাট্যরীতিতে বৈচিত্র্যসাধন, যুগোপযোগী নরনারীর চরিত্র সৃজন, সঙ্গীতের প্রয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি যে তাঁর নাট্যপ্রতিভার অভিজ্ঞান চিহ্নিত করে গেছেন, তার সম্যক্ বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়ে আমরা এই অধ্যায়েও কয়েকটি পরিচ্ছেদ কল্পনা করে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। পরিচ্ছেদগুলি এই ভাবে ক্রমবিন্যস্ত হয়ে পরিণতি পেয়েছে —

ক) গঠনশৈলী,

খ) ভাষা ও সংলাপ,

গ) চরিত্রচিত্রণ ও

ঘ) সঙ্গীত।

'কথাশেষ' নামক শেষ অধ্যায়ে আমরা পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সমগ্র নাট্যকর্মের যে মূল্যায়ন করেছি, তারই দু-চার কথা বলার চেষ্টা করেছি। একজন শিল্পীর দেশ-কাল-সমাজ-পটভূমি তাঁর সাহিত্যের ভিত্তিভূমি হয়ে উঠে আসে – একথা সর্বজন বিদিত। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও একজন সচেতন স্রষ্টার মতোই নিজের সমকালকে তাঁর নাটকে চিত্রিত করলেন, যাতে দর্পণের মতোই অতীত ইতিহাসও প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আমরা শেষাবধি একথাই বলেছি যে, তিনি মানুষ হিসাবে যেমন পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাঁর শিল্পকর্মও তেমনি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বেরই সার্থক প্রতিফলন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ঘোষ, অজিতকুমার : বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা পুস্তকমেলা, কোলকাতা, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৫।

২। তদেব : নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ৩য় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৭।

৩। তদেব : নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, কোলকাতা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

৪। তদেব : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমী, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

৫। মণ্ডল, অজিত : যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫।

৬। চৌধুরী, অহীন্দ্র : বাঙালীর নাট্যচর্চা, শঙ্কর প্রকাশন, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, মহালয়া, ১৩৬৬।

৭। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (১৭৯৫-১৯০০), এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, কোলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, মহালয়া, ১৩৮২।

৮। তদেব : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯০০-১৯৭০), এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, কোলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, মে, ২০০৩।

৯। তদেব : বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কোলকাতা, ১ম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৬৭।

১০। দে (সরকার), গীতশ্রী : দুই দশকের বাংলা নাটকের বিবর্তন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০০৪।

১১। পাহাড়ী, গোপালকৃষ্ণ : তুর্কী-মুঘল যুগে ভারত (৭০০-১৭৫৭), কালীমাতা পুস্তকালয়, কোলকাতা, নতুন সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৮- ২০০৯।

১২। ঘোষ, জগন্নাথ : রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, বইমেলা, ২০০৯।

১৩। চক্রবর্তী, তন্দ্রা : বাংলা পেশাদারি থিয়েটার : একটি ইতিহাস, নাট্যচিন্তা, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০২।

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর : পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬০।

১৫। চন্দ্র, দীপক : বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ৩য় সংস্করণ, নভেম্বর, ২০০৯।

১৬। বিশ্বাস, দেবব্রত : বাংলা নাট্যচর্চা : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, বাংলার মুখ প্রকাশন, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, মার্চ, ২০১২।

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র : নাট্যচিন্তা : শিল্পজিজ্ঞাসা, এন. সি. শীল. ইম্পেসন সিণ্ডিকেট, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৮।

১৮। চৌধুরী, দর্শন : বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৭।

১৯। ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার : বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব (১৮০০-১৯১৪), সাহিত্য শ্রী, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, দোলপূর্ণিমা, ১৩৮৫।

২০। সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ : বাংলার নাটক ও নাট্যশালা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, আষাঢ়, ১৩৬৪।

২১। তদেব : মানবতার সাগর সঙ্গমে, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬০।

২২। রায়, সুপ্রকাশ : ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), র‍্যাডিকাল, কোলকাতা, ৩য় প্রকাশ, ২০১৩।

২৩। ভট্টাচার্য, সাধনকুমার : এরিষ্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব, দে-জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ৯ম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১২।

২৪। তদেব : নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (দুই খণ্ডে), পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৬৭।

২৫। চক্রবর্তী, সুপ্রভাত : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা নাটক ও নাট্যশালা, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০০।

২৬। Butcher, S.H : Aristotle's Theory and Fine Art, with a critical text and translation of The Poetics. Macmillan and Co. Ltd, London, 3rd Edition, 1902.

২৭। Mukherjee, Sushil kr. : The Story of the Calcutta Theatres (1753-1980), K. P. Bagchi & Comp. Calcutta, 1st pub. 1982.